যুগান্তর

- 5 JAN 2017
2

# রুয়েটে দু'শতাধিক আসন ফাঁকা রেখে ভর্তি শেষ

**হাসান আদিব,** *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) এক-চতুর্থাংশেরও বেশি আসন ফাঁকা রেখে চলতি শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ৮৭০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছেন ৬৪২ জন। ফলে ২২৮টি আসন ফাঁকা রয়েছে। ১৪টি বিভাগের মধ্যে ৩টিতে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। ৭টিতে ১৩৮টি আসন ফাঁকা। শুধু বাকি চারটি বিভাগে আসন পূর্ণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, যোগ্য প্রার্থীর অভাবে এত আসন শূন্য রয়েছে। তবে ভর্তিচ্ছু ছাত্র, অভিভাবক, এমনকি খোদ বিশ্ববিদ্যালয়টির একাধিক সিনিয়র শিক্ষক বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ভর্তি কমিটির দূরদর্শিতা এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে এ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক বাছাইয়ের নামে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা ছাড়াই বাদ দেয়া হয়েছে বহু শিক্ষার্থীকে। এর ফলে ১৪ জানুয়ারি চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর কথা থাকলেও তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে রুয়েটের তিন সিনিয়র অধ্যাপক যুগান্তরকে বলেন, প্রতিযোগিতার যুগেও সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যোগ্য ভর্তি প্রার্থীদের বড় অংশকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগই দিচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে রুয়েটেও এ প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম চলছে। প্রার্থীরা যখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিটের জন্য যুদ্ধ করছে, তখনও আমরা যদি পুরনো নিয়ম আঁকড়ে থাকি, তবে ভাববার বিষয় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় হয়েও আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি, টাকার বিনিময়ে প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ দিচ্ছি; কিন্তু অবকাঠামোর দোহাই দিয়ে তাদের পরীক্ষা না নিয়ে বাদ দিচ্ছি, যা ভর্তি প্রক্রিয়ায় মারাত্মক ত্রুটি। এক্ষেত্রে পরিবর্তন জরুরি। প্রাথমিক বাছাইয়ে বাদ পড়া বেশ কয়েকজন প্রার্থী ও তাদের অভিভাবকরাও এ পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন। রাফসানি সাদিক নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমি রুয়েটসহ ৫টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলাম। আমার এসএসসি ও এইচএসসি'র ফল অন্যদের চেয়ে কিছুটা খারাপ হওয়ায় প্রাথমিক বাছাইয়ে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা ওই দুটি পরীক্ষায় ভালো করেছে তারাই যে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করবে, এমন তো কোনো কথা নেই। ভর্তিচ্ছু মাজেদুল হক, রায়হান তালুকদার, সৌরভ মণ্ডলসহ আরও অনেকে একই কথা বলেন। তারা রুয়েটের এ বাছাই পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মোহা. রফিকুল আলম বেগ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা নিয়ে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য যোগ্যদের তালিকা করা হয়। ক্যাম্পাসে যে জায়গা, চাইলেও আমরা সেখানে সব আবেদনকারীর পরীক্ষা নিতে পারছি না। আবার বাইরের কেন্দ্রে পরীক্ষা নিলে ভর্তি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, নানা সমস্যা তৈরি হয়।' আসন শূন্য রেখেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে কিনা— এমন প্রশ্নে তিনি যুগান্তরকে বলেন, '১০ জানুয়ারি একাডেমিক কমিটির সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

## 'ভর্তি প্রক্রিয়ার ত্রুটি' বলছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সোবহান যুগান্তরকে বলেন, 'চলতি শিক্ষাবর্ষে আমরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আগে ভর্তি পরীক্ষা নিয়েছি। ফলে এখানে দেশের সব প্রান্তের ভর্তিচ্ছুরা আবেদন করে পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু রুয়েটসহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পর তারা সার্বিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে যে কোনো একটি বেছে নিয়েছে। সেখানে মেধা তালিকায় প্রথমদিকে থাকা অনেক শিক্ষার্থী হারিয়েছে রুয়েট। ভর্তির পরও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। বিশেষ করে ঢাকাকেন্দ্রিক মনোভাব এ ধরনের সমস্যার মূলে রয়েছে।'

প্রাথমিক বাছাইয়ে বাদ দেয়ার যৌক্তিকতা বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অবকাঠামো সমস্যার কারণে প্রাথমিক বাছাইয়ে ভর্তিচ্ছুদের বাদ দিতে হয়েছে, এটা এবারই প্রথম নয়।